শতাব্দিকা সাহিত্যের পর্যালোচনা।

কবি পরিচয়

→ আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যের দিকপাল ব্যক্তিত্ব হলেন প্রফেসর অভিরাজ রাজেন্দ্র মিশ্র। 1943 সালে উত্তরপ্রদেশের জৌনপুর জনপদের দ্রোণীপুর গ্রামে ~~জন্ম~~ তাঁর জন্ম, বাল্যেই পিতৃবিয়োগ ঘটে তাঁর। অতঃপর পিতামহ রামানন্দ মিশ্রের তত্ত্বাবধানে এবং অভিরাজী দেবীর স্নেহচ্ছায়ায় প্রতিপালিত হন তিনি। কর্মজীবনে তিনি 1966 — 1970 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাধ্যাপক ছিলেন। এছাড়াও নিরীক্ষক অধ্যাপকরূপে তিনি বহি-ভারতের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্রতী ছিলেন। সংস্কৃত, হিন্দী ও ভোজপুরী ভাষায় সমান কবিত্বশক্তির জন্য তিনি 'ত্রিবেণী-কবি' উপাধি লাভ করেন। খুব অল্পসময় কালের মধ্যেই তিনি সাহিত্যধারার বিবিধ ক্ষেত্রে পারদর্শিতা লাভ করেন এবং প্রতিষ্ঠিত কবি হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। অভিরাজ রাজেন্দ্র মিশ্র রচিত সংস্কৃত আধুনিক সাহিত্যের কিছু বিখ্যাত গ্রন্থাবলী —

① মহাকাব্য — জানকীজীবনম্ ও বামনাবতরণম্। ② খণ্ডকাব্য — আর্যান্যোক্তিশতকম্, নবাষ্টকমালিকা, শরশ্শতকম্, শতকত্রয়ম্, অভিরাজমধুমতী, ~~ধর্মানন্দশতকম্~~, ধর্মানন্দচরিতম্, পাষাণকন্যা, কৃষ্ণলালাখ্যমহাকাব্যম্, কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম, সংস্কৃতশতকম্, অভিরাজসহস্রকম্, মৃগাঙ্কদূতম্, সুবর্ণবন্ধু (সর্বসাকুল্যে 13 টি খণ্ডকাব্য)

③ গীতিসংগ্রহ — বাগ্বধূটী, মৃদ্বীকা, অভিনবতরা, মধুপর্ণী, অরণ্যানী, মত্তবারণী, কৌমারম্, চৈত্রী (সর্বসাকুল্যে 8 টি গীতিসংগ্রহ)।

④ একাঙ্ক-নাটক-সংগ্রহ — নাট্যপঞ্চগব্যম্, অকিঞ্চনকাঞ্চনম্, নাট্য-পঞ্চামৃতম্, চতুষ্পথীয়ম্, রূপকত্রীয়ম্, নাট্যমণ্ডপম্, নাট্যনবগ্রহম্, রূপকবিংশতিকা।

⑤ সম্পূর্ণ নাটক — প্রমদ্বরা, বিদ্যোত্তমা, লীলাভোজরাজম্, প্রশান্ত-রাঘবম্, ⑥ কথা সংগ্রহ — ইক্ষুগন্ধা, ঘরাণ্ডা, চিত্রপর্ণী, অভিনবশুকসারিকা, পুনর্নবা, কান্তারকথা ইত্যাদি। এছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন খ্যাত পত্রিকায় তাঁর বহু গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। তিনি বহু প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থের সম্পাদকও।

শতাব্দিকা কোন শ্রেণীর কাব্য

গদ্য ও পদ্য দ্বারায় কাব্যের মুখ্যত দুটি বিভাগ, এই দুটি মুখ্য ধারার আবার বহুবিধ অবান্তর বিভাগ বর্তমান। অগ্নিপুরাণে গদ্যকাব্যধারার পাঁচটি উপবিভাগ স্বীকৃত হয়েছে - কথা, আখ্যায়িকা, খণ্ডকথা, পরিকথা ও কথানিকা। 'শতাব্দিকা' গদ্যকাব্য শ্রেণীর 'কথানিকা' বর্গের গদ্যকাব্য। 'কথানিকা' আধুনিকের ছোট

Scanned by CamScanner

ছোটগল্প তুল্য; যেখানে নেই বর্ণনার ঘটা ও ঘটনার ঘনঘটা, এখানে সমাজের প্রসিদ্ধ কোন সমস্যাকে আশ্রয় করে কবি কাব্যের জাল বুনেন, এবং সেই সমস্যা থেকে সামাজিকের উত্তরণের উপায় বলে দেন। এই ভাবে কথানিকা লোক অভ্যুদয়ের কারণ হয়। প্রফেসর রাজেন্দ্র মিশ্র কথানিকার লক্ষণে তাই বলেছেন —

প্রতিষ্ঠানুরসংবাদে কথাভেদো হি কথ্যতে।
অভীষ্টা সর্বভাষাসু প্রোচ্যতে যা কথানিকা॥
গৃহীত্বা কিমপ্যুদ্দেশ্যং লোকাভ্যুদয়কারকম্।
চিত্রণেন চরিত্রাণাং যুক্তা সরস্যতে কথানিকা॥
লঘ্বী দীর্ঘেতি ভেদাভ্যাং দ্বিবিধৈব সা মতা॥

লঘু ও দীর্ঘ ভেদে কথানিকা দ্বিবিধা। এই বিভাগ মূলতঃ ঘটনা বা কাহিনীর পরিমাণের উপর নির্ভরশীল। শতপর্বিকা একটি লঘ্বী কথানিকা।

শতপর্বিকা কথানিকার উৎস — প্রফেসর অভিরাজ রাজেন্দ্র মিশ্রের কথানিকা-সংগ্রহ ইক্ষুগন্ধা (সাহিত্য-একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত 1988) থেকে শতপর্বিকা কথানিকাটি নেওয়া হয়েছে। ইক্ষুগন্ধা তে আমরা সর্বসমেত আটটি কথানিকা পাই। শতপর্বিকা ইক্ষুগন্ধার পঞ্চম কথানিকা।

বিষয় বস্তু — শতপর্বিকা কথানিকাতে পুত্রসন্তান লাভেচ্ছু একপিতার ও অযাচিত নিজ কন্যা সন্তানদের প্রতি উদাসীন্য জাত ঈর্ষ্যা-দ্বেষান্বিত সমাজিক সামাজিক কথা বর্ণিত হয়েছে। জাতীয় লেখ্যাগারের কেরানী রামলাল এক মধ্যবর্গ গৃহস্থ। বার্ধক্যে উপনীত না হয়েও তিনি চল্লিশবছর মাত্র বয়সে রোগ-জর্জর, মানসিক ভাবে অবসন্ন। নিজ বয়ঃসন্ধিকালকে তিনি মানসিক ও শারীরিক অবসন্নতার জন্য উপভোগ করতে পারেন-নি, নিজের অজান্তেই তিনি বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন। বয়ঃসন্ধিকালের মাত্র তিনটি ঘটনা তাঁর মনে পড়ে। এক জাতীয় লেখ্যাগারে চাকুরীলাভ, দুই ভাগ্যবতীর সঙ্গে বিবাহ এবং তিন নিজ সাত সাতটি কন্যা সন্তানের জন্মের কথা। তাঁর নিজের কন্যা সন্তানদের চোখের সামনে দেখে তিনি দুঃসহ বেদনা অনুভব করেন। একটিমাত্র কুলদীপ পুত্রসন্তান তিনি কামনা করেও প্রতিবার ব্যর্থ হয়েছেন, বারে বারে। তাই তিনি প্রাতিনিয়ত কন্যাদের

মৃত্যু কামনা করেন। কিন্তু তাঁর রূপবতী পত্নী ভাগ্যবতীও মাতৃসাধটি
কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়ে ভরান [illegible]। তাই নিজ বংশ রক্ষার্থে
রামলাল পঁয়ত্রিশ বছর বয়সকালে ভাগ্যবতীর সম্মতিক্রমে
এক বোনের পুত্র সন্তানকে দত্তক নেন। তার নাম শ্যামলাল,
শ্যামলাল দুর্বৃত্ত প্রকৃতির ব্যসনাসক্ত। বাড়িতে তার সাক্ষাৎ
লাভ দুষ্কর ব্যাপার, তাই রামলালের বর্তমানের অবস্থা
একদিকে যেমন ওদিকে গভীর দুঃখের তুল্য। রামলালের সেই
সাত অবিবাহিতা কন্যা সন্তান হল — রমা, শ্যামা, শ্যামলা,
বিমলা, অমলা, অনলা এবং কমলা। এই সাত কন্যে নিজেদের
প্রতি পিতার বিদ্বেষ সম্বন্ধে ভালোই ওয়াকিবহাল ছিল। তাই
ভুলেও তারা পিতার মুখোমুখি হত না। কিন্তু স্বভাবে সুশীলা তারা
হামেশাই গৃহাঙ্গন ভরিয়ে রাখত। সুস্বাদু খাদ্যসামগ্রী
পাকশালাতে ব্যস্ত থাকত। কিন্তু কার্যালয় থেকে প্রত্যাগত বাবার
সাইকেলের আওয়াজ শুনতে পেলেই তারা গৃহবিবরে বিলীন
হত। এমতাবস্থায় একদিন কর্মস্থল ফেরত
তৃষ্ণাতুর রামলাল পত্নীকে উদ্দেশ্য করে তৃষ্ণা নিবৃত্তির জন্য
এক গ্লাস ঠান্ডা জল চাইল। কিন্তু সেই ভাগ্যবতী সেখানে
উপস্থিত ছিলেন না। পিতার বার বার জল চাওয়াতে জ্যেষ্ঠ কন্যা
রমা সাহসে ভর করে কাঁচের গ্লাসে ভরে ঠান্ডা জল নিয়ে
উপস্থিত হয় পিতার সম্মুখে। অপ্রত্যাশিত ভাবে জলহাতে
রমাকে দেখে রামলাল তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন এবং রমাকে
কঠোর পরুষবাক্যে তীব্র ভর্ৎসনা করেন। পিতার এহেন আচরণে
একমাত্র রমা ভগ্নহৃদয়ে গৃহকোণে কান্নায় মুখ লুকায়। বিষণ্ণা
রমা এহেন অবস্থায় মানসিক দ্বন্দ্বগ্রস্তা হয়; তাদের প্রতি
পিতার এই কঠোর আচরণের যে প্রতিবিধান করবে; তাতে
তার প্রশ্ন থেকে যায়। এই এমতাবস্থায় রমা পিতার
শয়নকক্ষে প্রবেশ করে; তথায় পরিশ্রান্ত রামলাল নিদ্রিত।
রমার পিতার মুখ দেখে করুণা হয়, সদা ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত
পিতার প্রতি বেদনার্দ্র চিত্তে তার সুকোমল দু'হাত দিয়ে
সে পিতার গাত্র বিমর্দন করতে থাকে। এতে নিদ্রিত রাম-
-লাল প্রভূত সুখ অনুভব করতে করতে সুখনিদ্রায়
মগ্ন থাকেন। এভাবে বেশ কিছুক্ষণ চলার পর রামলালের নিদ্রা-
ভঙ্গ হয়; রমা আবারও ত্রস্ত হয়ে ধরা পড়ার ভয়ে
শীঘ্রই পিতার শয়নকক্ষ ত্যাগ করে। নিদ্রোত্থিত রামলাল

Scanned by CamScanner

সমস্ত শরীরে এক অভূতপূর্ব সুখ অনুভব করেন। তিনি ~~ভেবেছে যে~~ ভেবেছেন স্ত্রী সৌভাগ্যবতী বোধহয় তার নিদ্রাকালে তাঁর সেবা করেছেন। কিন্তু পরক্ষণেই সৌভাগ্যবতী শয্যায় উপস্থিত হয়ে জানান, তিনি রামলালের অসুস্থতা ~~সম্ব~~ সম্পর্কে পরামর্শের জন্য তাদের গৃহ-চিকিৎসকের কাছে গিয়েছিলেন। রামলালের আর বুঝতে অসুবিধা হয় না তাঁর এই প্রকৃত ~~ও~~ সেবিকা আর কেউ নয়, রত্নাই, তিনি তৎক্ষণাৎ কন্যাকে ডেকে পাঠান অন্তঃপুর থেকে। এদিকে কন্যা ~~[illegible]~~ রত্না আবারও ভর্ৎসনার ভয়ে ত্রস্তপদে শয্যায় উপস্থিত হয়, অতঃপর রামলাল নিজের কৃতকর্মের জন্য মনস্তাপ অনুশোচনা ব্যক্ত করে রত্না সহ সাত কন্যা সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরেন ও তাদের কপালে চুম্বন করেন। তাঁর এখনকার উপলব্ধি হল- কন্যা সন্তান পুত্রের চেয়ে কোন অংশে কম না। পুত্র সন্তান একটি ~~কুলের দীপ~~ কুলের দীপ মাত্র। কিন্তু কন্যা দুটি কুলের। এই ভাবে পিতা পুত্রীদের মিলনের মাধ্যমে কাহিনিটি সমাপ্ত হয়েছে।

Scanned by CamScanner

নামকরণ :— সংস্কৃত-সাহিত্যে পরম্পরায় কোন কবিকৃতির নামকরণ যথেষ্ট তাৎপর্যবাহী হয়। কাব্যের নামের মধ্যেই প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত থাকে কথাবস্তুর সারমর্মটি। সংস্কৃতকাব্যের নামকরণ কোথাও নায়ক ও নায়িকা, কথাবস্তুর সঙ্গে সম্পৃক্ত কোন তাৎপর্যবাহী ঘটনা বা বস্তু অনুযায়ী করা হয়ে থাকে। যেমন- কাদম্বরী (নায়িকার নামে), স্বপ্নবাসবদত্তম্ (স্বপ্নবৃত্তান্ত ও নায়িকার নামানুসারে), অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ (তাৎপর্যবাহী বস্তু ও নায়িকার নামানুযায়ী) প্রভৃতি। 'শতপর্বিকা' শব্দের অর্থ হল দূর্বাঘাস। প্রকৃতির বুকে অবাঞ্ছিত ও অবহেলিত হয়েই জন্ম নেই চিরহরিৎ শতপর্বিকা। সহজাত শ্যামলিমায় শতপর্বিকা যদিও পথিকজনের দৃষ্টিসুখ বিধানে অক্ষম হলেও; তার সুকোমল প্রান্তদলে শ্রান্তিময় পথিকের পদযুগল লাভ করে বিশ্রান্তি। 'শতপর্বিকা' কথানিকাতেও আমরা দেখি রামলালের সাত কন্যা পিতার কাছে অবহেলিতা ও অবাঞ্ছিতা। পিতার বাৎসল্য থেকে তারা বঞ্চিতা। তৎসত্ত্বেও সেই সাতকন্যের হৃদয় থেকে তিরোহিত হয়নি নারীসুলভ মায়া-মমতা ও বাৎসল্যভাব। শতপর্বিকা ও সাত কন্যের এই তুল্যভাব ব্যক্ত করতে গিয়ে কথাকার বলেছেন —"শতপর্বিকা ইব মে তনুজাঃ। যথা হরিতবর্ণা শতপর্বিকা গৃহদ্বারসুষমাং সংবর্ধয়তি, শয়নে তৃণাস্তরণসামগ্র্যং দধতী সৌখ্যং জনয়তি, স্বনবনবাঙ্কুরৈঃ পশুপক্ষিণঃ প্রীণয়তি, আত্মারণ্যস্ত্বয়াচ্যেপ্যোষিতাপি অনাদৃতাপি অরক্ষিতাপি স্বাদৃষ্টবলেনৈব পুনর্নবতামুপৈতি নিত্যহরিতা চ সংলক্ষ্যতে তথৈব দুহিতরঃ সন্তি মে বর্তন্তে।" সুতরাং শতপর্বিকা বা দূর্বার ন্যায় অযত্নে বর্ধিতা কন্যাদের কথা নিয়ে রচিত কথানিকা 'শতপর্বিকা' নামাভিষিক্তা। সুতরাং পরিশেষে বলা যায় - কথানিকাটির নামকরণ যথেষ্ট ~~তাৎপর্য~~ তাৎপর্যবাহী এবং যথার্থ হয়েছে।

শতপর্বিকার সামাজিক বার্তা —

বেদের যুগে ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় নারীদের স্থান খুব মহত্ত্বপূর্ণ না হলেও একেবারে হেয় ছিল না। ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যে পুরুষ দেবতাদের কন্যা, জননী, ভগিনী ও প্রিয়দর্শিনী রূপে স্ত্রী-দেবতারা স্তুতা হয়েছেন। বেদের মন্ত্রে স্ত্রী শিক্ষার, যুদ্ধক্ষেত্রে স্ত্রীদের সহযোগিতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বিরল নয়। স্মৃতিশাস্ত্রের যুগেও সমাজে স্ত্রীলোকের স্থানচ্যুতি ঘটেনি। কিন্তু উত্তরকালে স্ত্রীদের এই সম্মানের স্থানচ্যুতি ঘটেছে অনেকটাই। এর মুখ্য কারণ আর্থসামাজিক পরিস্থিতি

ও বহুপ্রচলিত কুসংস্কার। কিন্তু সংস্কৃত-কথাকারেরা নিশ্চল ছিলেন না সমাজে স্ত্রীজনের হিতচিন্তনে। তাই অনেক আধুনিক সংস্কৃত কথাকারের কলমে উদ্‌ঘোষিত হয়েছে—

"সুপালনীয়াঃ সুতবৎ সুতাপি ভেদো বিধেয়ো ন চ তত্র কশ্চন।
গার্হস্থ্যযানস্য হি তে সুতাসুতা বিভাবনীয়ৌ রথাঙ্গসন্নিভৌ ॥"

অর্থাৎ পুত্র ও পুত্রীকে সমানরূপে প্রতিপালনীয়, উভয়ের মধ্যে ভেদাভেদ অচিন্তনীয়। গার্হস্থ্য আশ্রমের জন্য পুত্র কন্যা উভয়ই সমান আবশ্যিক। পুত্র ও কন্যা রথের দুই চক্রের তুল্য; লেখকগণের নিবন্ধনে।

'সত্যপালিকা' নামাঙ্কিত কথানিকাতে আমরা পাই পিতৃস্নেহবঞ্চিত সাত কন্যার কাহিনী। লেখকদ্বয়ের করণিক রামলাল সাতটি কন্যার পিতা। কুলদীপ হিসেবে সে সর্বদাই প্রার্থনা করেছে একটি মাত্র পুত্রের। কিন্তু বারবার সে বিফল হয়েছে। অকালেই বয়ঃপ্রাপ্ত রামলাল ও তার স্ত্রী ভাগ্যবতী তাই দুঃখসাগরে নিমজ্জিত। এহেন রামলালের পরিচয় দিতে গিয়ে কথাকার প্রথমেই বলেছেন — "কন্যাজ্বর-পীড়িতো রামলালো ন দিবা সুখলেশমবাপ্নোতি ন বা নক্তম্।" রমা, শ্যামা, শ্যামলা, অমলা, বিমলা, অচলা ও কমলা এই সাত — কন্যা দৃষ্টিদূষক হিসেবে রামলালের দৃষ্টির গোচরীভূত হলেই তাদের ভাগ্যে জোটে চরম ভর্ৎসনা। তাই তাদের কেউই ভুলক্রমে পিতার চক্ষুগোচর হয় না। কিন্তু বিধিবাম, একদা কার্যালয় প্রত্যাগত রামলাল তৃষ্ণাতুর হয়ে জল প্রার্থনা করলে, অগত্যা মায়ের অনুপস্থিতিতে রমাকে জল হাতে বাবার সম্মুখে উপস্থিত হতে হয়, ফলস্বরূপ রমা তীব্র ভর্ৎসনা পায়। অবহেলিতা বিপন্না রমা পিতার হৃদয় থেকে নিজেদের প্রতি দৃঢ়বদ্ধ বিদ্বেষশল্যকে উৎপাটনের জন্য আশ্রয় নেয় সেবা ধর্মের। যাতে ভারতীয় নারীকুল চির অভিজ্ঞা ও নিপুণা। সেবার মাধ্যমে রমা পিতার মরুতুল্য কঠোর হৃদয়ে স্নেহের কিশলয় বিকশিত করতে সক্ষম হয়। রামলাল নিজ পূর্বকৃত কর্মের জন্য অনুশোচনায় দগ্ধ হয়। সত্যদ্রষ্টা ঋষির তুল্য তিনি যে নিজ হৃদয়ে দর্শন করে সাম্যবাদের মহামন্ত্র — "পুত্রীপুত্রয়োর্ন কোঽপি বিশেষঃ।" অন্তে আনন্দবিহ্বলা সাত কন্যার সঙ্গে বাৎসল্য রসাসিক্ত সহৃদয় জনকের আনন্দোজ্জ্বল মিলনে কথানিকাটির যবনিকাপাত ঘটে।

স্বল্প পরিসরের এই কথানিকার মাধ্যমে অভিরাজ রাজেন্দ্র মিশ্র ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় দৃঢ়বদ্ধ এক মানসিকতার প্রতি পাঠককুলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ভারতীয় সমাজে কন্যাভ্রূণ হত্যাকারী, কন্যাকে হেয়জ্ঞানকারী নিকৃষ্ট মানসিকতার লোকসংখ্যা কম না। পুত্র ও কন্যার মধ্যে ভেদাভেদ চিন্তনকারী কুৎসিত মানসিকতার মানুষ নিজ পরিবারে, সমাজে, এমনকি রাষ্ট্রীয় বাতাবরণকেও প্রদূষিত করছে নিয়ত। তাই লোকশিক্ষার মাধ্যম রূপে এতাদৃশ কথাবস্তু যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। আর লোকশিক্ষকরূপে কথাকার অভিরাজ তাঁর দায়িত্ব সুষ্ঠুরূপে নিষ্পাদন করেছেন। রাজেন্দ্রমিশ্রও পুত্র ও কন্যার সাম্যস্থাপনে তিনি কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন – 'পুত্রীপুত্রয়োর্ন কোঽপি বিশেষঃ।' এদের মধ্যে ভেদাভেদ চিন্তনকারী ব্যক্তি কথাবস্তুর চরিত্র রামলালের মতো চির অসুস্থ; মানসিক প্রশান্তি বা তৃপ্তির নির্ভেজাল উৎপাদন দুষ্করও হলেও যথার্থ দৃষ্টিশক্তির অভাবে তা তাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু কালের মহিমায় তাদের ভুল ভেঙে তারা উপলব্ধি করে – "নাহং রুগ্নঃ। মদ্রোগহারী আপ্তঃ। রোগস্তু মম মনস্যাসীৎ ন শরীরে।" এইভাবে সমগ্র কথানিকাটি লোকশিক্ষার মাধ্যম রূপে চিত্রিত হয়েছে এবং এতে ঘোষিত হয়েছে — যত্নে কন্যাসন্তান রক্ষণীয়া, পালনীয়া এবং বর্ধনীয়া।

Scanned by CamScanner